১। আমার মূল মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস কি?

আমার মূল মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস হলো সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রেখে মন থেকে যদি নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যায় তবে জীবনে প্রতি ক্ষেত্রে সফল হওয়া সম্ভব।হোক সেটা কর্মক্ষেত্রে অথবা দৈনন্দিন জীবনে অথবা সমাজে সবার সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে।

২। আমার লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা কি?

-প্রতিটি মানুষেরই হয়তো তাদের জীবনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত,যাতে করে লক্ষ্য অনুযায়ী গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে বা সেই দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরনা পেতে পারে।
কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন, সত্যি বলতে আমার তেমন বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য নেই যা ধরে এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা তৈরি হবে! আমি সময় বা প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতেই বেশি পছন্দ করি বা সাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

-তবে লক্ষ্য না থাকলেও আকাঙ্খা ,ইচ্ছা, স্বপ্ন আছে অনেক।
বাস্তবিক জীবনে বুঝ হওয়ার পর থেকেই ইচ্ছা যে আমি কারো অধীনে চাকরি করবো না,কারন ধরা বাধা সময়,নিয়ম অনুযায়ী কিছু করার ইচ্ছা আমার কখনোই ছিলো না এখনো নেই,আমার ইচ্ছা বা আকাঙ্খা হচ্ছে আমি এমন কিছু করবো যেখানে আমার স্বাধীনতা থাকবে,কাউকে জবাবদিহিতা করতে হবে না,ধরা বাধা সময় থাকবে না।

-আবার কখনো ইচ্ছা হয় যে আমি তো কখনো চাকরি করবো না কিন্তু যাদের চাকরি বা কর্মক্ষেত্র প্রয়োজন তারা আমার কর্মক্ষেত্রে কাজ/চাকরি করার সুযোগ পাবে এরকম কিছু করতে পারা বা এরকম প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

-কিন্তু এখন মনে হয় যে এভাবে কল্পনার জগতে বাস করলে তো হবে না কিছুই! না নিজের আর না অন্যের। তাই এখন একটাই আকাঙ্খা/ইচ্ছা/লক্ষ্য আছে, তা হলো নিজের শখ,নিজের দৈনন্দিন চাহিদা,নিজের পরিবার,বাবা মায়ের ইচ্ছা,চাহিদা পুরনে যতটুকু সামর্থ্য প্রয়োজন হতে পারে ততটুকু অর্জন করতে পারলেই সন্তুষ্ট।

৩। আমার ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি করতে আমি প্রথম পদক্ষেপগুলি কী কী নেবো?

১) প্রথমত নিজেকে ভালোভাবে আবিষ্কার করবো। আমি কি ভালোবাসি বা আমার নিজের কি কি পছন্দ, কী কী দক্ষতা আমার রয়েছে বা আমি অর্জন করার চেষ্টা করছি -এসব মুল্যায়ন করবো। কারন আমি যেমন তার উপরেই নির্ভর করবে আমার ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড।

২) ইউনিক বা ভিন্ন ব্র্যান্ড নাম নির্ধারন করা। এরকম অভিনব নাম ব্যবহার করা যা দ্বারা খুব সহজেই মানুষ আমাকে চিনতে পারবে।

৩) অনলাইনে নিজের অবস্থান সবল করা। বর্তমানে সবকিছুর সাথেই অনলাইন জুড়ে আছে,তাই অনলাইনের প্লাটফর্ম গুলোতে নিজের একাউন্ট,পেজ ,ওয়েবসাইট তৈরি করা যাতে অনলাইনে আরো বিস্তার লাভ করা যায়।

৪) ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট তৈরি করা। একজন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এর ছাত্র হিসেবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ।

৫) বিশ্বস্ত বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করা এবং পরামর্শ গ্রহন করা। এটি ব্র্যান্ড উন্নয়েনের লক্ষ্য পুরনে সহায়তা করবে।

৪) ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং কীভাবে স্ব-প্রচার থেকে আলাদা, এবং কেন এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ?

ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং এ আমরা নিজেদের একটা পরিচয় গড়ে তুলতে পারি,একটা নাম তুলে ধরতে পারি যেই নামের সাথে আমার পরিচিতি এবং কর্মক্ষেত্র ও জড়িয়ে থাকবে। সমাজের মানুষ সেই নামে চিনবে ,জানবে। এর মাধ্যমে নিজেকে আবিষ্কার করা যায়,নিজের দক্ষতা যাচাই করা যায়,মানুষের নিকটে পৌঁছানো যায়।

-কিন্তু স্ব-প্রচার হলো নিজের ব্যাপারে মানুষকে জানান দেয়া। মানুষের নিকট নিজের পরিচয় পৌছিয়ে দেয়া।

-নিজের পরিচয় গঠন করা হলো ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং, আর স্ব-প্রচার হলো সেই পরিচয় কে মানুষের নিকট প্রচার করা, পৌঁছে দেয়া। তাই এ দুটি আলাদা এবং এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ।

৫। কোন বিষয়ে আমি সবচেয়ে বেশি গর্বিত?

আমি এখনো এমন কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারি নি,এবং নিজেকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে পারি নি যেখানে আমি গর্বিত হতে পারবো। বয়সও কম এখনো অনেক দূর যাওয়া বাকি অনেক কিছু করা বাকি,জীবন মাত্র শুরু হলো বলা যায় আমার ক্ষেত্রে। জীবনে যদি কখনো সফল হয়ে নিজের স্বপ্নগুলো শখগুলোকে পূর্নতা দিতে পারি, নিজের পরিবারন,বাবা,মাকে যদি গর্বিত অনুভব করাতে সেদিনই নিজেকে গর্বিত বলতে পারবো তার আগে নয়।